সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.-এর রেঙ্গুন সফরনামা (১৪-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

করাচির হযরতের রেঙ্গুন সফর

মাওলানা জলীল আহমাদ আখোন

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

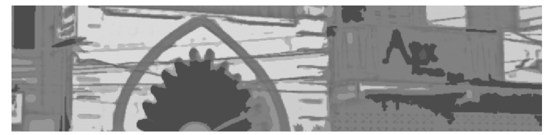

সফরনামা **করাচির হযরতের রেঙ্গুন সফর**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : যিলহজ ১৪৪২ / জুলাই ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-95227-3-7
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. (১৯২৮—২০১৩) ছিলেন এ উপমহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ ইসলামী পণ্ডিত এবং উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর খলীফা হিসেবে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে থানভী সিলসিলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ উপাধি হলো 'আরেফ বিল্লাহ'। তার প্রথম শায়েখ ও উস্তাদ ছিলেন হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর একজন বিশিষ্ট খলীফা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ.। তিনি তার সান্নিধ্যে অবিরত সতের বছর অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে দশ বছর স্বীয় শায়খের খেদমতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত হারদুঈ রহ. বলতেন, 'আমরা কিতাবে পড়েছি যে, সাত-আটশত বছর পূর্বে ছাত্ররা স্বীয় উস্তাদের এরকম এরকম সেবা করত, কিন্তু সেগুলো স্বচক্ষে অবলোকন করার সুযোগ হয়নি। হাকীম আখতারকে দেখার পর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আগেকার যুগে বাস্তবেই ছাত্ররা ঐরকম সেবা করত।'

এরকম একজন বুযুর্গের সঙ্গে রেঙ্গুন সফর করেছেন মাওলানা জলীল আহমাদ আখোন সাহেব। তিনি সফরের প্রতিটি মুহূর্তকে সযত্নে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে ছাপিয়েছেন। সেটি এদেশের প্রথিতযশা অনুবাদক মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক সাহেব অনুবাদ করেছেন। বইট প্রথমে *মাকতাবাতুত তাকী* থেকে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এটি এখন *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এ অসাধারণ বইটি বাংলা সাহিত্যে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন বলেই তা আবার পাঠকদের জন্য সহজলভ্য হতে যাচ্ছে। আশা করা যায়, এর মধ্যে লুকায়িত জ্ঞান ও বরকতলাভে সবাই ধন্য হবেন, দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে এটিকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহ. ১৯৯৮ সালে ১৪ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গুন) সফর করেছেন। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র মিয়ানমারের প্রাক্তন রাজধানী। রেঙ্গুন এয়ারপোর্টে অবতরণের পর থেকেই করাচির হযরত রহ.-এর ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। সফরের বেশিরভাগ সময়ই কোনো না কোনো মজলিস কিংবা বয়ানে আল্লাহর এশকের সুধা বিতরণ করেছেন, পথহারা মানুষদের ঈমান ও আত্মশুদ্ধির পথে আহ্বান করেছেন। বক্ষমাণ বইটিতে এসব বয়ানের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। আর এতদসঙ্গে যুক্ত হয়েছে হযরতের মুখনিঃসৃত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত—মালফুযাত। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যে সময় কাটে, তা আর কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। এ এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা ও মুগ্ধতা—আল্লাহর প্রেমে উদ্বেলিত সময়। পাঠকমাত্রই এ বোধ ও চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে—তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন, সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

৩ যিলহজ ১৪৪২
১৪ জুলাই ২০২১

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার (করাচির হযরত) রহ.

মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. তার সমকালে আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য ফয়য ও বরকতের একটি বড় উৎস ছিলেন। তার সোহবতে অসংখ্য মানুষ নতুন জীবন লাভ করেছে। অনেক পরিবারে ব্যাপক ও অর্থবহ পরিবর্তন এসেছে। যার সৌম্যকান্ত মুখচ্ছবি দেখে অন্তরে প্রশান্তি, চোখে পূর্ণ তৃপ্তি এবং দিলে তাআল্লুক মাআল্লাহ, ইয়াকীন ও মারেফাতের অবিচল দৃঢ়তা অর্জন হয়।

আল্লাহ তাআলা তাকে যাপিত যামানার তিনজন বড় বুযুর্গের দীর্ঘদিন খেদমত ও একান্ত সোহবতে থাকার তাওফীক দান করেছিলেন। তারা হলেন :

- ✓ ১। হযরত মাওলানা আহমাদ সাহেব প্রতাবগড়ী রহ.
- ✓ ২। হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ.
- ✓ ৩। হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

এই তিনজন মহান বুযুর্গের সান্নিধ্য তাকে এমন খাঁটি ও উজ্জ্বল সোনায় পরিণত করেছে যে, তার সংস্পর্শে মাটির ঢেলারাও আজ স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধি

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতাবগড়ে অর্জন করেন। তখন থেকেই লাগাতার কয়েক বছর হযরত মাওলানা আহমাদ প্রতাবগড়ী রহ.-এর খেদমত ও সোহবতে থেকে ইলম ও মারেফাত অর্জন করতে থাকেন। হযরত

মাওলানা আহমাদ রহ. ছিলেন মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী রহ.-এর সিলসিলার বড় বুযুর্গ এবং আল্লাহ তাআলার ইশক ও মারেফাতের অথৈ দরিয়ায় নাবিক। মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব তার থেকে খুব ইস্তেফাদা করেছেন।

এরপর তিনি শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ.-এর সঙ্গে বাইআত ও ইসলাহের সম্পর্ক কায়েম করেন। দীর্ঘদিন তার খেদমত ও সংস্পর্শে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি মুজাহাদার যিন্দেগী অতিবাহিত করেন।

ইতোপূর্বে তার বাবা নিজ ইচ্ছায় তাকে আধুনিক স্কুলে পড়িয়েছেন এবং ইলাহাবাদ মেডিকেল কলেজ থেকে দর্শন-শাস্ত্রের ওপর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়েছেন; কিন্তু তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ইলমে দ্বীন অর্জন করার। তাই তিনি মাওলানা আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ.-এর মাদরাসা বাইতুল উলূমে চার বছরে দরসে নেযামী সমাপ্ত করেন। অনেকের উপর্যুপরি পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি 'দারুল উলূম দেওবন্দে' যাননি। যেন মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ.-এর খেদমতে 'উলূমে যাহেরী'র পাশাপাশি 'উলূমে বাতেনী'রও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ হয়।

ফুলপুরী রহ.-এর মজলিসে

মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী রহ.-এর মজলিসে দূরদূরান্ত থেকে শত শত আলিম-জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত হতেন। তিনি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মজলিসে উপস্থিত থাকলেও নিজে কথা বলতেন না। সে-সময় সাধারণত তার পূর্বের মজলিসগুলোর বয়ান ও মালফুযাতই শোনানো হতো। হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. ওই মালফুযাত ও বয়ান অত্যন্ত সাবলীল, প্রাঞ্জল ও মিষ্টিভাষায় নিজ শায়েখের মতো করে দরদ ও মহব্বতের সঙ্গে অবিকল শুনিয়ে দিতেন। বাস্তবতা হলো—তিনি শাহ আব্দুল গনী রহ.-এর সকল বয়ান ও মালফুযাত অত্যন্ত আবেগ, মহব্বত ও দক্ষতার সাথে লিখে রাখতেন। হযরতের উলূম ও মারিফের এক ভান্ডার তার নিকট ছিল। পরবর্তী সময়ে ওই বয়ান ও মালফুযাতগুলো معيت الهية. معرفة الهية নামে মুদ্রিত হয়।

খিলাফতলাভ

মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপরী রহ.-এর ইনতিকালের পর তার নির্দেশ মোতাবেক মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর হাতে বাইআত হন। হযরতের কাছ থেকে খেলাফতও লাভ করেন। মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর নির্দেশে খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া প্রথমে নাযেমাবাদে এবং পরবর্তী সময়ে গুলশানে ইকবালে প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আত্মশুদ্ধিকামী সালিকদের ব্যাপক সমাগম হতো। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষ নফসের ইসলাহ তথা আত্মশুদ্ধির জন্য আসত এবং দিল থেকে দুনিয়া নামক ব্যাধি দূর করে ফিরে যেত।

বয়ান ও মালফুযাত সংকলন

মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.-এর বয়ান ও মালফুযাতের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রন্থ ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যার সংখ্যা শতাধিক। এগুলো আজ আশেকীনের পিপাসা নিবারক অমৃত সুধা হয়ে আছে। আরবী, ফারসী, বাংলা, ইংরেজি, চাইনিজ, রাশিয়ানসহ ২৩টি ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ মাশায়েখ ও বুযুর্গদের উলূম ও মাআরিফ সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার তাওফীক দান করেছেন, যার দৃষ্টান্ত বর্তমান যামানায় বিরল।

তার মজলিসগুলোর এমন বিস্ময়কর আসর ছিল যে, কোনো ব্যক্তি তার সোহবতে কিছু সময় থাকলে তার মধ্যে শরীয়ত ও মাআরিফের এক বিশেষ রং এসে যেত। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানকার অধিবাসীদের একটি বৃহদাংশকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন।

হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. নবীপ্রেমে পাগল ছিলেন। মদীনা ও মদীনাওয়ালার শানে অনেক মনোমুগ্ধকর কবিতাও তিনি রচনা করেছেন।

ইনতিকাল

২২ রজব ১৪৩৪ হি. মোতাবেক ২ জুন ২০১৩ রবিবার আসরের পর তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। রবিবারের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ২৩ রজব ১৪৩৪ হি. সোমবার রাত শুরু হতেই তার রূহ মাহবুবে হাকীমের নিকট পৌঁছে যায়।

তার সাহেবজাদা মাওলানা মাযহার সাহেব হাফিযাহুল্লাহ বলেন, তিনি সোমবারে ইনতিকালের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকাল সোমবারে হয়েছিল।

অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে একবার হুশ ফিরে আসতেই তিনি জানতে চাইতেন, 'আজ কী বার?' উত্তর পেলেন বুধবার। তখন চুপ হয়ে যান।

এর দুদিন পর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কী বার?' উত্তর পেলেন শুক্রবার। তখনো চুপ হয়ে গেলেন। যেন তিনি সোমবারের অপেক্ষায় আছেন।

অবশেষে নবীর এই আশেক নিজ তামান্না মোতাবেক সোমবারেই মাওলার দরবারে উপস্থিত হন।[১]

[১] *নুকূশে রফতেগাঁ*, মুফতী তাকী উসমানী।

সূচিপত্র

যাত্রা হলো শুরু **১৯**
খানকা থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে ২০
থাইল্যান্ডের ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ২১
ব্যাংকক থেকে রেঙ্গুন ২২

প্রথম দিবস

মাগরিব নামায-পরবর্তী মজলিস **২৫**
সোরাটি জামে মসজিদের গুরুত্ব ২৫
আত্মার প্রশান্তি ২৬
আম্বিয়ায়ে কেরাম কেন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন? ২৭
রিপুর দাস আর আল্লাহর দাস—পার্থক্য কোথায়? ২৯
চোখের হিফাযত ৩১
নফসের চক্রান্ত ৩৩
সবসময় উৎফুল্ল থাকার উপায় ৩৩
দ্বীনের জন্য সফর করার ফযীলত ৩৪
সুখ-লাভের ভুল পথ ও তার উদাহরণ ৩৫

দ্বিতীয় দিবস

ফজর নামায-পরবর্তী মজলিস **৩৮**
ফজরের নামায ৩৮
বার্মার প্রধান মুফতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৩৮
শায়েখের সাহচার্যের মেয়াদ ৪০
ইসলাহের জন্য মুসলিহ আবশ্যক ৪২
মাগফিরাতের রাস্তা ৪৩
হযরত মুফতী সাহেবের কাছে দুআর আবেদন ৪৪

কবরস্থানে উপস্থিতি ৪৫
বাহাদুর শাহ জাফরের মাযারে ৪৬
তাকওয়ার অর্থ ৪৭
বাহাদুর শাহ জাফর প্রসঙ্গে কিছু কথা ৪৮
অনুশোচনাদগ্ধ অনুভূতি ৪৯

মাগরিবের নামায-পরবর্তী মজলিস **৪৯**
সোরাটি জামে মসজিদের মজলিস
সিগারেট পানের ওপর সতর্কতা ৫১
বাহ্যিক অবস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ৫২
সমুদ্রের অর্ধেক লবণ কেন? ৫২
অশ্রু কেন লবণাক্ত? ৫৩
মাওলার আশেক আর লাইলীর আশেকের মাঝে পার্থক্য ৫৪
সফরের একটি উপকার ৫৪
স্ত্রীদের অধিকার ৫৪
ভালোবাসা ব্যক্তিকে প্রেমাস্পদে পরিণত করে ৫৫
গাইরুল্লার সঙ্গে আল্লাহ মিশতে পারেন না ৫৬
'আল্লাহ' পাওয়া যায় আহলুল্লাদের কাছে ৫৬

ঈশার নামায-পরবর্তী মজলিস **৫৭**
লাশ ও লস ৫৭
আল্লাহর নৈকট্যলাভের স্বাদ অবর্ণনীয় ও অসীম ৫৯
মুর্শিদের ছায়া অনেক বড় নেয়ামত ৬০

তৃতীয় দিবস

ফজরের নামায-পরবর্তী মা'মূল ৬২
যোহর নামাযের পূর্বে আয়োজিত একটি মজলিস **৬২**
কলবে সালীমের পাঁচ ব্যাখ্যা ৬৩
খাজা মাজযূব রহ.-এর কিছু কবিতা ৬৪
আসর নামায-পরবর্তী বৈঠক ৬৪
সন্ন্যাসী নর-নারী ৬৪

মাগরিব নামায-পরবর্তী মজলিস	**৬৫**
আযান, ইকামতসহ কয়েকটি বিষয়ের সংশোধন	৬৫
ইকামত সংশোধন	৬৬
খুতবা	৬৭
আল্লাহর ভালোবাসার জন্য শর্ত	৬৮
মুসলমানের জন্য সম্মানজনক কাজ	৭১
গুনাহের ওপর অবিচল থাকার অর্থ	৭১
জুমুআর খুতবার পরামর্শ	৭৩
মুরীদদের ব্যাপারে হযরতুশ শায়েখের চিন্তা ও দৃষ্টি	৭৩
ঈশার পর বাইআত	৭৪

চতুর্থ দিবস

ফজরের নামায	৭৫
যোহরের নামাযের পূর্বে অনুষ্ঠিত মজলিস	৭৫
অনুগত ব্যক্তির হাসি ও অবাধ্য ব্যক্তির হাসি	৭৬
আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রসঙ্গে গাঙ্গুহী রহ.-এর অমিয় বাণী	৭৭
চার চোখ	৭৮
আশেক সম্প্রদায়	৭৯
ঈমানী মিষ্টতার আলামত	৮০
খানকার সংজ্ঞা	৮১
তাকওয়ার দুটি উপকারিতা	৮১
আল্লাহর ওলী হওয়ার পাঁচ পদ্ধতি	৮১
মাগরিবের নামায-পরবর্তী মজলিস	**৮২**
সোরাটি জামে মসজিদে সকাল-সন্ধ্যার আমল	৮২
মাখলুকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের আমল	৮২
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৮৪
খুতবা	৮৪
দুআর মর্ম	৮৫
নফসের পরিচর্যা	৮৬
দুআয়ে কুনূতের ওপর একটি প্রশ্ন	৮৬
কাশফ	৮৭

সন্তানের সঙ্গে ইবরাহীম ইবন আদহামের সাক্ষাৎ	৮৭
জিবরাঈল আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ	৮৮
আল্লাহর রহমতি ক্রোড়ের হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ	৮৯
মুশকিল আসানের পরীক্ষিত ওযীফা	৮৯
বিস্ময়কর উত্থান : আল্লাহভোলা থেকে আল্লাহপ্রেমিক	৯০

পঞ্চম দিবস

ফজরের নামাযের পর মসজিদে রওনকে মজলিস	**৯২**
ফজর নামাযের পর হাফেয আইয়ূব সাহেবের অফিসে	৯৩
ছবি হারাম হওয়ার সুফল	৯৩
শায়েখের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা	৯৪
শায়েখের ভালোবাসা প্রসঙ্গে থানভী রহ.-এর বাণী	৯৫
আল্লাহর ওয়াস্তে মনোবেদনা সহ্য করার প্রতিদান	৯৫
কুদৃষ্টির শাস্তি	৯৫
আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শের প্রভাব	৯৫
চোরের হাত কাটার নির্দেশ	৯৬
উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ছেলেসন্তান কেন দ্বিগুণ পায়?	৯৬
হারামাইন শরীফাইনে খরিদারি	৯৭
অফিস থেকে প্রস্থান	৯৭
প্রফেসর আলী আহমাদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ	৯৭
তাজা কবিতা	৯৮
উলামায়ে কেরামের বাইআত	৯৮
মাগরিবের নামায-পরবর্তী মজলিস	**৯৮**
সোরাটি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত মজলিস	
হযরতের বয়ান	৯৯
জীবনের লক্ষ্য	৯৯
শয়তানের ধোঁকা	১০০
উম্মতের শ্রেষ্ঠতম দল	১০০
নাম উচ্চারণের বাহানা	১০১
ওযুর দুআর ফযীলত ও জ্ঞানতত্ত্ব	১০২
দৃষ্টির হিফাযত	১০৩

হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর তাকওয়া	১০৪
আল্লাহর পথের গুল-বাগিচা	১০৪
তাওবার শর্ত	১০৫
তাওবা ভাঙার প্রত্যয় আর তাওবা ভাঙার ভয়	১০৬
আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে লেগে থাকার উপকার	১০৭
একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমল	১০৭
হজগমনেচ্ছুকদের উদ্দেশে দুটি নসীহত	১০৯
ঈশার নামাযের পর বিশ্রামালয়ে অনুষ্ঠিত মজলিস	**১০৯**

ষষ্ঠ দিবস

বাদ ফজর রওনক মসজিদে অনুষ্ঠিত মজলিস	**১১০**
আসমাউল হুসনা পাঠের সময় কী নিয়ত করবে?	১১০
তাজা শে'র	১১২
সোরাটি জামে মসজিদে জুমুআর বয়ান	**১১২**
গুনাহের প্রতি ঘৃণা বোধ	১১৩
তিনটি রেজিস্ট্রার্ড খাতা	১১৩
আল্লাহওয়ালাদের মূল্য	১১৪
কাজ না করেই পারিশ্রমিক	১১৫
বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত মজলিস	**১১৫**
খুতবা	১১৫
দাড়ির গুরুত্ব ও আশেকসুলভ আকর্ষণ	১১৬
মারিফাতের অন্বেষণায় ভুল পথে	১২১
ঈশার পর বিশ্রামালয়ে অনুষ্ঠিত মজলিস	**১২১**
পীর পরিবর্তন ও শায়েখের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে	১২১

সপ্তম দিবস

বাদ ফজর রওনক মসজিদে অনুষ্ঠিত মজলিস	**১২৩**
মজলিসে বসার আদব	১২৩
তিনটি নসীহত	১২৩

'রিয়া'-এর ক্ষতি ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়	১২৩
'রিয়া' কাকে বলে?	১২৬
সৌন্দর্যের শোকর	১২৬
অহঙ্কারের চিকিৎসা	১২৭
দুপুরে বিশ্রামালয়ে অনুষ্ঠিত মজলিস	**১২৯**
চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার ওযীফা	১২৯
শায়েখের আনুগত্য	১৩০
হযরতের ফয়য ও বরকত	১৩০
সুন্নত তাওয়াজ্জুহ	১৩১
শরাবের অর্থ	১৩২
ইয়াকীনের বিভিন্ন স্তরের পার্থক্য ব্যাখ্যা	১৩২
গুনাহের স্কিম	১৩৩
শায়েখের মুহাব্বত	১৩৩
সফরসঙ্গীদের উদ্দেশে নসীহত	১৩৪
আসর নামাযের পর বাইআত	১৩৫
মাগরিবের নামাযের পর সর্বশেষ মজলিস	**১৩৫**
খুতবা	১৩৫
বিচ্ছেদের যাতনা	১৩৫
আহলে মুহাব্বতের সংস্পর্শ	১৩৬
নৈকট্যের সমুদ্র	১৩৭
কামের বেলায় চোর, খাবারের বেলায় হাযির	১৩৭
হৃদয়ের দহন ও অন্তর্জ্বালা	১৩৭
মাওলার ইশকের আগুন	১৩৮
শায়েখ থেকে উপকার হাসিলের পদ্ধতি	১৩৯
আল্লাহওয়ালাদের মুহাব্বত	১৩৯
গহ্বর থেকে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে	১৩৯
জিগার মুরাদাবাদী	১৩৯
আবদুল হাফিয জোনপুরী রহ.	১৪১
মুসাফাহা	১৪২
ওয়ায চলাকালে সোরাটি জামে মসজিদের চিত্র	১৪৩
ঈশার পর বাইআত	১৪৪

অষ্টম দিবস

রওনকুল ইসলাম মসজিদে বাদ ফজরের মজলিস ১৪৭
প্রথম ওযীফা : আত্মঘাতী রোগ-ব্যাধি থেকে হিফাযত ১৪৭
দ্বিতীয় ওযীফা : তাকদীরকে কল্যাণের দিকে পরিবর্তন ১৪৮
সন্তান-সন্ততির সাথে সাথে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ১৪৯
মাগফিরাতের অথৈ সমুদ্র ১৫০
ক্ষমা করতে অভ্যস্থ হও ১৫০
গীবত যিনা থেকেও জঘন্য ১৫১
দৃষ্টি অবনত রাখা ১৫২
শরীয়ত পরিপন্থী মোঁচ রাখাও একটি ব্যাধি ১৫৪
বুযুর্গদের প্রতি ভালোবাসা বোধ করা
ব্যক্তির সোনালী আগামীর প্রমাণ ১৫৪
গোটা পৃথিবীর বুযুর্গানে দ্বীন থেকে দুআ নেওয়ার পদ্ধতি ১৫৫

চাশতের সময় অনুষ্ঠিত মজলিস ১৫৬
এটি ছিল রেঙ্গুন সফরের সর্বশেষ মজলিস
সূচনা বলে দেয় সমাপ্তি কেমন হবে? ১৫৬
মাওলার ইশকের জ্বালানী ১৫৬
অস্থিরতা কেন বেড়ে যায়? ১৫৭
মুত্তাকীদের মনোবাসনা আল্লাহই পূরণ করে দেন ১৫৮
রেঙ্গুন এয়ারপোর্টে ১৫৯
রেঙ্গুন থেকে ঢাকা যাত্রা ১৫৯

যাত্রা হলো শুরু

حیات دوروزہ کا کیا عیش و غم　　مسافر رہے جیسے تیسے رہے

দুদিনের এই ছোট্ট জীবনের আনন্দ-বেদনার মূল্যই বা কী
একজন পথিকের মতো করে কাটিয়ে দাও ক্ষুদ্র সে জীবন।

আমি জলীল আহমাদ আখোন। জামিউল উলূম ঈদগাহ, বাহাওল নগরে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছি। ১৪১৮ হিজরীর রমাযানুল মুবারকের শেষ দশকে, খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া, গুলশানে ইকবাল, করাচিতে, আমার মহান শায়েখ ও মুরশিদ মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.-এর নিকট উপস্থিত হই। আলাপচারিতার একপর্যায়ে হযরত শায়েখের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, তিনি প্রথমবারের মতো রেঙ্গুন যাচ্ছেন। ফেরার পথে ঢাকা হয়ে করাচি ফিরবেন। হযরত শায়েখ তখন এ অধমকেও সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র খানকায় জমা দেন।' হযরতের নির্দেশ মোতাবেক কাগজপত্র জমা দিয়ে দিলাম। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, শনিবার সফরের তারিখ চূড়ান্ত হলো।

আমি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, শুক্রবার বাহাওল নগর থেকে করাচির খানকায় এসে হাজির হই। এই সফরে হযরত-এর সফরসঙ্গী মোট সাতজন। তারা হলেন, হযরতের খাদেম মীর ইশরাত জামীল; হযরতের খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেব বাংলাদেশী; হযরতের খলীফা হাফেয হাবীবুল্লাহ; হযরতের খলীফা হাজী আবদুর রহমান; হযরতের খলীফা হাজী নেসার আহমাদ; রেঙ্গুন সফরের মেজবান হাজী আহমাদ রেঙ্গুনী; এবং আমি অধম জলীল আহমাদ আখোন। আল্লাহ তার গুনাহগুলো মোচন করে দেন।

করাচির খানকায় থাকাকালে হযরত শায়েখ রহ. রেঙ্গুন সফরের মেজবান হাজী আহমাদ রেঙ্গুনী সাহেবকে মজা করে বলেন, 'আমি প্রথমবারের মতো রেঙ্গুন যাচ্ছি। যদি সেখানে দ্বীনের কাজ না হয়, আর আমাদের

বেকার বসে থাকতে হয়, তাহলে আপনাকে প্রতিদিনের জন্য এক কোটি টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।' উত্তরে হাজি সাহেব রেঙ্গুনী নিবেদন করলেন, 'চলুন, সেখানে গিয়েই দেখবেন। আপনার আগমনের সংবাদ শুনে রেঙ্গুনে উৎসব উৎসব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।'

আমার রেঙ্গুনে গিয়ে তার কথার বাস্তবচিত্র দেখেছি। যার বিবরণ পরের পৃষ্ঠাগুলোতে পেয়ে যাবেন।

খানকা থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ শনিবার রাত পৌনে দশটার দিকে সফরসঙ্গীগণ এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হন। হযরত আমাদের প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর এয়ারপোর্টে এসে পৌছেন। সেখানে বিদায় জানাতে হযরতের সাহেবযাদা মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ মাযহার মিয়া সাহেবসহ প্রচুর ভক্ত-অনুরক্ত উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ফ্লাইটের সময় ছিল রাত প্রায় একটার দিকে। যখন প্লেনে ওঠার ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন যাত্রীদের বেশ লম্বা লাইন লেগে যায়। লাইনে দাঁড়ানো সিংহভাগ নারী-পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল পশ্চিমা স্টাইলের। তাদের দৈহিক ভঙ্গিমা ছিল পাপাচারীসুলভ। এসময় হযরত আমাদেরকে বলেন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

> ওই লোকগুলো দুনিয়ার বাহ্যিক জীবন সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান রাখে; অথচ তারা আখেরাতের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। (সূরা রূম, ৩০ : ৭)

মূলত তারা জীবনের একদিক সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ততায় মেতে থাকে। বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকে। কিন্তু আসল বাড়ির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওদের সামান্য ধারণাও নেই। হযরত বলেন, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নিচের দুআ পাঠ করবেন—